بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 11

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার, 19 মে, 2016 19 হিজরত, 1395 হিজরী শামসী 11 শা'বান 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে চেরাগ দীন একটি মুবাহালার কাগজ লিখিল। ইহাতে সে নিজের ও আমার নাম উল্লেখ করিয়া খোদা তা'লার নিকট দোয়া করিল যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে ধ্বংস হউক। খোদার এমনই মহিমা ঐ কাগজ তখনও লেখকের হাতেই ছিল এবং সে ইহার অনুলিপি তৈয়ার করিতেছিল, ঐ দিনই চেরাগ দীন তাহার দুই পুত্রসহ চিরকালের জন্য বিদায় লইল। فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِي الْاَبْصَارِ

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

অতঃপর আমার বিরুদ্ধবাদীদের আরো একটি খুশীর সুযোগ আসিল যখন আমার শিষ্য জম্মু নিবাসী চেরাগ দীন ধর্মত্যাগী হইয়া গেল। তাহার ধর্মত্যাগের পর আমি ' দাফেউল বালা ওয়া মেয়ারে আহলেল ইস্তেফায়ে' পুস্তকে তাহার সম্পর্কে খোদা তা'লার এই ইলহাম পাইয়া ছাপিয়া দিলাম যে, সে আল্লাহ্‌র শাস্তিতে নিপতিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন কোন কোন মৌলবী কেবল আমার বিরুদ্ধে জিদের বশে তাহার পক্ষ সমর্থন করিল। সে একটি পুস্তক লিখিল, যাহার নাম সে 'মিনারাতুল মসীহ' রাখিল। ইহাতে সে আমাকে দাজ্জাল বলিয়া অভিহিত করিল এবং নিজের এই ইলহাম ছাপিয়া দিল যে, আমি রসুল এবং খোদার বান্দাগণের মধ্যে একজন প্রেরিত বান্দা এবং হযরত ঈসা আমাকে লাঠি দিয়াছেন যেন আমি এই লাঠি দ্বারা এই দাজ্জালকে (অর্থাৎ আমাকে) হত্যা করি। বস্তুতঃ 'মিনারাতুল মসীহ্' পুস্তকের প্রায় অর্ধেক অংশে প্রায় এই বর্ণনাই আছে যে, এই ব্যক্তি দাজ্জাল এবং সে আমার হাতে ধ্বংস হইবে। আরো বর্ণনা করিল যে, এই খবরই আমাকে খোদা ও ঈসাও দিয়াছেন। কিন্তু পরিণামে যাহা ঘটিল তাহা জনসাধারণ শুনিয়া থাকিবে। এই ব্যক্তি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিলে নিজের দুই পুত্রসহ প্লেগে মরিয়া আমার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়ন করিল। বড়ই হতাশা লইয়া সে প্রাণ দিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে সে একটি মুবাহালার দোয়ার মাধ্যমে ধর্ম-যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ-অনুবাদক) কাগজ লিখিল। ইহাতে সে নিজের ও আমার নাম উল্লেখ করিয়া খোদা তা'লার নিকট দোয়া করিল যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে ধ্বংস হউক। খোদার এমনই মহিমা ঐ কাগজ তখনও লেখকের হাতেই ছিল এবং সে ইহার অনুলিপি তৈয়ার করিতেছিল, ঐ দিনই চেরাগ দীন তাহার দুই পুত্রসহ চিরকালের জন্য বিদায় লইল।

فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِي الْاَبْصَارِ

(সুরা আল হাশর, আয়াত-৩, অর্থ - সুতরাং হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ শিক্ষাগ্রহণ কর– অনুবাদক)। ইহারা হইল আমার বিরুদ্ধবাদী ইলহামের দাবীদাররা, যাহারা আমাকে দাজ্জাল অভিহিত করে। কোন ব্যক্তি তাহাদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে না। যাহা হউক হযরত মৌলবী সাহেবগণ ধর্মত্যাগী চেরাগ দীনের সহযোগিতা করিয়াও নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হন। ইহার পর আরো এক চেরাগ দীনের জন্ম হইল, অর্থাৎ ডাক্তার আব্দুল হাকিম খান। এ্ই ব্যক্তি আমাকে দাজ্জাল বলিয়া বলিয়া অভিহিত করে এবং প্রথম চেরাগ দীনের ন্যায় নিজেকে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু আমি জানি না যে প্রথম চেরাগ দীনের ন্যায় আমাকে হত্যা করার জন্য তাহাকেও হযরত ঈসা লাঠি দিয়াছেন কিনা। * দম্ভ ও অহংকারে সে প্রথম চেরাগ দীন হইতেও অনেক বেশী অগ্রগামী, গালাগালি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাহার চাইতেও অধিক পারদর্শী এবং মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে তাহার এক ধাপ আগে। এই রুক্ষ স্বভাবের নগণ্য ব্যক্তির ধর্মত্যাগেও আমার বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা খুব আনন্দিত হইল, যেন তাহারা একটি ধনভাণ্ডার পাইয়া গেল। কিন্ত এত আনন্দিত হওয়া তাহাদের উচিত হয় নাই এবং প্রথম চেরাগ দীনের কথা স্মরণ করা উচিত ছিল। ঐ খোদা যিনি সর্বদা তাহাদের এইরূপ আনন্দকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়াছেন, সেই খোদা এখনো আছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে প্রথম চেরাগ দীনের পরিণতি সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছিলেন, সেভাবে ঐ সর্বজ্ঞানী সংবাদদাতা এই দ্বিতীয় চেরাগ দীন অর্থা আব্দুল হাকিমের পরিণতির সংবাদ দিয়াছেন। তাহা হইলে আনন্দের কি অবকাশ আছে। একটু ধৈর্য্য ধর এবং পরিণতি দেখ। অবাক হওয়ার বিষয় এই যে, এক নির্বোধ ধর্মত্যাগীর ধর্মত্যাগে এতখানি আনন্দিত হওয়ার কি আছে? আমার উপর আল্লাহ তা'লার ফযল এই যে, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এক ব্যক্তি ধর্মত্যাগী হইয়া যায় তবে তাহার স্থলে হাজার হাজার ব্যক্তি আসিয়া পড়ে।

এতদ্ব্যতীত কোন ধর্মত্যাগীর ধর্মত্যাগের দরুন কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাইতে পারে যে, যে ধর্মীয় সম্প্রদায় হইতে ঐ ধর্মত্যাগী বাহির হইয়া গিয়াছে সেই ধর্মীয় সম্প্রদায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে? আমার বিরুদ্ধবাদী আলেমরা জানে না যে, কয়েকটি পাপিষ্ঠ হযরত মূসার যুগে ধর্মত্যাগ করিয়াছিল? অতঃপর কোন কোন ব্যাক্তি হযরত ঈসার ধর্মত্যাগ করিয়াছিল। অতঃপর কোন কোন পাপিষ্ঠ ও হতভাগ্য ব্যক্তি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সহিত অঙ্গিকার ভঙ্গ করিয়া (ইসলাম) ধর্ম ত্যাগ করিল। বস্তুতঃ মোসায়লামা কায্‌যাবও ধর্মত্যাগীদের মধ্যে অন্যতম ছিল। অতএব, ধর্মত্যাগী আব্দুল হাকিমের ধর্মত্যাগের দরুন আনন্দিত হওয়া এবং ইহাকে সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটি দলিল সাব্যস্ত করা ঐ সকল লোকের কাজ, যাহারা নির্বোধ। হ্যাঁ, এই সকল ব্যক্তি কয়েক দিনের জন্য একটি মিথ্যা আনন্দের কারণ নিশ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ আনন্দ শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়।

এই ব্যক্তি সেই আব্দুল হাকিম খান, যে নিজ পুস্তকে আমার নাম ধরিয়া ইহা লিখিয়াছিল যে, এক ব্যক্তি তাঁহার মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীর অস্বীকারকারী ছিল; তখন আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইল যে, এই অস্বীকারকারী প্লেগে মারা যাইবে। বস্তুতঃ সে প্লেগে মারা গেল। কিন্তু এখন নিজেই ঔদ্ধত্যের সহিত ধর্মত্যাগী হইয়া গালি-গালাজ করিতেছে, ভয়ঙ্কর কটু কথা বলিতেছে এবং মিথ্যা অপবাদ লাগাইতেছে। এখন কি প্লেগের সময় পার হইয়া গিয়াছে?

* টিকাঃ হযরত ঈসা , যিনি আমাকে হত্যা করার জন্য চেরাগ দীনকে লাঠি দিলেন, জানিনা এই উত্তেজনা ও ক্রোধ কেন তাঁহার (অর্থাৎ হযরত ঈসার-অনুবাদক) হৃদয়ে ভড়কিয়া উঠিল। যদি এই জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যে, আমি তাঁহার মারা যাওয়ার ব্যাপারটি প্রকাশ করিয়াছি, তবে ইহা তাঁহার একটি ভুল। ইহা আমি প্রকাশ করি নাই; বরং তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহার সৃষ্ট বান্দা আমান ন্যায় হযরত ঈসাও। যদি সন্দেহ হয় তবে আয়াত দেখুন, مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (সুরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১৪৫, অর্থ -মোহাম্মদ কেবল একজন রসুল। তাঁহার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই গত হইয়াছে -অনুবাদক) এতদ্বাতীত এই আয়াতও দেখুন, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ (সুরা মায়েদাঃ আয়াত ১১৮, অর্থঃ কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে-অনুবাদক) । অবাক কাণ্ড, আমাকে মারার জন্য তিনি যাহাকে লাঠি দেন সে নিজেই মরিয়া যায়। ইহা কেমন ধরণের লাঠি? শুনিয়াছি যে, দ্বিতীয় চেরাগ দীন অর্থাৎ আব্দুল হাকিম খানও আমার মৃত্যু সম্পর্কে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রথম চেরাগ দীনের ন্যায় করিয়াছে। কিন্তু জানি না ঐগুলিতে কোন লাঠির কথা উল্লেখ আছে কিনা।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৬-১২৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ত্রয়োদশতম বাৎসরিক শান্তি সম্মেলনে আমীরুল মু'মেনীন (আইঃ)-এর বরকতময় উপস্থিতি এবং ভাষণ।

রিপোর্ট ঃ হাফিয মহম্মদ জাফরুল্লাহ আজিয

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ এপ্রিল, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১১)

জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনার অধীনে ১৯ শে মার্চ, ২০১৬ তারিখে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে ত্রয়োদশতম বাৎসরিক শান্তি সম্মেলনের আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানে সেক্রেটারী অব্ স্টেট, মেম্বার অব্ পার্লামেন্ট, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ, ত্রিশটির অধিক দেশের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদ, সরকারি অধিকারি, মেয়র, বিভিন্ন ধর্ম সংস্থার কর্ণধার এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত আহমদী ও অ-আহমদী মুসলমান পুরুষ ও মহিলারা অংশ গ্রহণ করেন। মসজিদে আগত অতিথিবর্গ রেজিস্ট্রেশনের পর তাঁরা কনফারেন্স হলে একত্রিত হন, এরই মাঝে কিছু অতিথিদেরকে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ-র বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করানো হয়।

প্রোগ্রামের শেষে হুযুর আনোয়ার ডাইসে আসেন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এবং এর ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করে সভাপতির ভাষণ আরম্ভ করেন।

হুযুর আনোয়ার উপস্থিত অতিথিবর্গকে আসসালামো আলাইকুম-জানান এবং সমস্ত তাদেরকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের এখানে এসে এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করা বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে কেননা, বর্তমানে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসলামের নামে অত্যন্ত দুঃখজনক কর্ম করে ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে বদনাম করছে। হুযুর আনোয়ার নভেম্বর মাসে প্যারিস শহরে হওয়া আক্রমণ এবং বিভিন্ন দেশে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলেন যে, যুক্তরাজ্যে এসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার সম্প্রতি একটি বয়ানে সতর্কবাতা দিয়েছেন যে, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'দাঈশ' এখানে ভয়াবহ হামলার ষড়যন্ত্র রচনা করছিল এবং তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং সামূহিক ক্ষেত্রগুলি।

হুযুর বলেন, বিগতবছরে ইউরোপে সহসাই বিরাট সংখ্যক শরণার্থী উপস্থিত হয়েছে। যারফলে এখানকার অনেক বাসিন্দা হতাশা, ভয় ও সংশয়ের অনুভুতি নিয়ে কালপাত করছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আপনাদের মধ্য থেকে অমুসলিমদের অংশ গ্রহণ করা প্রমাণ করে যে, আপনারা সাহসী, সহিষ্ণু এবং উন্মুক্ত মনা।

হুযুর বলেন, একটি ঘোর বাস্তব যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে কারোর আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিছু মানুষ আছে যারা ইসলামকে উগ্রতাপ্রিয় ধর্ম মনে করে এবং ধারণা করে যে, ইসলাম আত্মঘাতী হামলা বা সন্ত্রাসপূর্ণ কার্যকলাপের অনুমতি দেয়। কিন্তু ,প্রকৃতপক্ষে এর কোন সত্যতা নেই। সম্প্রতি একজন প্রখ্যাত সংবাদ লেখক একটি পত্রিকায় ইসলামোফোবিয়া (ইসলামাতঙ্ক) -এর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে, আত্মাঘাতী হামলার বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি জানতে পেরেছেন যে, প্রথম আত্মঘাতী হামলা হয় ১৯৮০-এর দশকে। অথচ ইসলামের সূচনা হয়েছে ১৩০০ বছর পূর্বে এবং ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে না। হুযুর বলেন, তাঁর দলিল খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং তিনি সেটি যথাযথভাবেই উপস্থাপন করেছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আত্মঘাতী হামলা বর্তমান যুগের উদ্ভাবন এবং এর সঙ্গে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। ইসলাম সকল প্রকারে আত্মহত্যা থেকে স্পষ্টরূপে নিষেধ করে। এই কারণে কোন প্রকারের আত্মঘাতী হামলা বা সন্ত্রাসী হামলার অনুমতি দিতে পারে না। এই ধরনের আক্রমণের ফলে নিরীহ শিশু, মহিলা এবং নিরস্ত্র নির্বিশেষে সকলকে অত্যন্ত অত্যাচারপূর্ণভাবে হত্যা করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সম্প্রতি টেক্সাসের রাইস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডক্টর কনসিডিন ক্রেগ তাঁর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন যে, তথা-কথিত ইসলামিক স্টেট (দাঈশ) -এর পক্ষ থেকে খ্রীষ্টানদের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে নবী করীম (সা.)-এর কোন নির্দেশ বা লেখনী থেকে তার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। তিনি এও লেখেন যে, মহানবী (সা.) ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার যে চিত্রাঙ্কন করেছিলেন তার ভিত্তি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতএব এটি পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, এই সমস্ত উগ্রবাদী গতিবিধি ইসলামি নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম যদি কখনো যুদ্ধের অনুমতি দিয়েও থাকে তবে সেটি আত্মরক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং সেটিও এমন পরিস্থিতিতে যখন তাঁর উপর জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ কুরআন শরীফের সুরা হজ্জ-এর ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন যে, "যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যে সকল যুদ্ধ হয়েছিল সেগুলি সবই খাঁটি ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল যা ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল। সুতরাং, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই উদ্দেশ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলিতে শত্রুরা অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত ছিল এবং সংখ্যার বিচারে মুসলমানদের তুলনায় কয়েকগুণ ছিল, কিন্তু মুসলমানরা সংখ্যায় কম এবং সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত না হওয়া সত্বেও আল্লাহ তা'লা তাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একজন মুসলমান হিসেবে যদি আজকের যুগের মুসলমানদের পক্ষ থেকে হওয়া যুদ্ধগুলির বিশ্লেষণ করি তবে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, এগুলি ধর্মীয় যুদ্ধ নয়। এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ হল এই যুদ্ধগুলির অধিকাংশই দেশের আভ্যন্তরীন দ্বন্দের কারণে হয়েছে কিম্বা প্রতিবেশী মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে হয়েছে। এবং যে সমস্ত যুদ্ধগুলি অ-মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে করা হয়েছে সেগুলিকেও ধর্মীয় যুদ্ধ রূপে গণ্য করা হয় নি। এবং দুই পক্ষ থেকেই মুসলমান সেনা যুদ্ধ করেছে। এটি স্পষ্ট থাকা উচিত যে, বর্তমানের যুদ্ধগুলি ইসলামিক বা কোন ধর্মীয় যুদ্ধ নয় বরং এগুলি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে হচ্ছে এবং ইসলামের সুনাম হানির কারণ হচ্ছে।

হুযুর বলেন, এতক্ষন যা কিছু আমি বললাম তার থেকে আপনাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, সত্য এবং প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে কোন রকম ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলাম, উগ্রবাদ, আত্মঘাতী হামলা এবং নির্বিচারে হত্যালীলার কোন ক্রমেই অনুমতি দেয় না। ইসলামোফোবিয়ার কোন বৈধতা নেই, কেননা, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা শান্তি প্রতিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা এবং পরস্পরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রতিই উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামী শিক্ষা মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সমস্ত মানুষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং সকলের জন্য স্বাধীনতার নীতি সমর্থন করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আরও একটি বিষয় রয়েছে যা একজন মুসলমান হিসেবে আমাকে যুদ্ধের প্রতি আসক্ত হওয়ার পরিবর্তে সমস্ত মানুষকে ভালবাসতে বাধ্য করে এবং সেটি হল কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'লা প্রারম্ভিক সুরার দ্বিতীয় আয়াত নিজেকে 'সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক' ঘোষণা করেন। এবং তৃতীয় আয়াতে তিনি বলেন, ' '।

অতএব, আল্লাহ তা'লা যদি নিজেকে সমস্ত মানুষের প্রভু-প্রতিপালক বলেন এবং অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়, তবে এটি কিভাবে সম্ভব যে, ঈমান আনয়নকারীদের আদেশ দিবেন তাঁরই সৃষ্টির একাংশকে অন্যায়পূর্ণভাবে হত্যা করতে এবং বা যে কোন প্রকারে কষ্টে নিপতিত করতে? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই এটিই হবে যে, এমন আদেশ আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে হতে পারে না।

হুযুর বলেন, এর বিপরীতে এটি সম্পূর্ণ সত্য যে, আল্লাহ তা'লা অত্যাচার, অমানবীয় আচরণ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আদেশ দিয়ে রেখেছেন। ইসলামী শিক্ষানুযায়ী একজন মুসলমানকে একজন অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করার, যাবতীয় প্রকারের অন্যায়-অত্যাচারকে সমাজ থেকে দূর করার চেষ্টা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামী শিক্ষানুযায় এই কাজটি দুইভাবে করা যায়। এক, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান বের করা। এটি পছন্দনীয় পন্থা। কিন্তু যদি এমনটি সম্ভব না হয় তবে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়কে প্রতিহত কর যাতে সমাজে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

এরপর আটের পাতায়...

জুমআর খুতবা

কুরআন শরীফে নামায পড়ার প্রতি বেশ কয়েক স্থানে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। কোথাও নামাযের হিফাযত বা সুরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোথাও রীতিমত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে আবার কোন স্থানে সময়মত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে, আর এর জন্য নির্দিষ্ট সময়েরও উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এই হলো নামাযের সময় যা এক মু'মিনের যত্ন সহকারে মেনে চলা উচিত এবং এর উপর মু'মিনের প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। এক কথায় নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং নামাযের আবশ্যকতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বারবার একজন মু'মিনকে নসীহত করেছেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যা বলেছেন তা হলো মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা এ যুগের ইমামকে গ্রহণ করেছি যিনি আমাদেরকে ইবাদতের সঠিক রীতি শিখিয়েছেন, ইবাদতের সত্যিকার প্রজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য শিখিয়েছেন, আমাদেরকে এটি শিখিয়েছেন যে, ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য কি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে তিনি বারংবার নামাযের প্রতি নিজ জামাতের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন এবং এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন, এর খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেছেন। এর উদ্দেশ্য, হিকমত এবং প্রয়োজন স্পষ্ট করেছেন যেন আমরা নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করে সুন্দর ও সুচারুরূপে নামায পড়তে পারি।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে নামাযের গুরুত্ব, প্রজ্ঞা, নামাযের নিয়ামানুনাগ নামায পড়া, নামাযে আনন্দ ও স্বাদ উপলব্ধি করা প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

যারা মসজিদের আশেপাশে বসবাস করেন বা যাদের মহল্লা এটি, আপনারা রীতিমত আপনাদের মসজিদে বা নামায সেন্টারে নামাযের জন্য যাবেন, বিশেষ করে ফজরের নামায পড়ার জন্য। শুধু এখানে নয় বরং বিশ্বের সব দেশেই মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা থাকা চায়। বিশেষ করে যদি ওহদাদার এবং জামাতের কর্মী আর ওয়াকফে জিন্দেগীগণ এর প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে নামাযের উপস্থিতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেতে পারে।

ই অবধারণা ভুল যে,স্বাস্থ্যই সব কিছু বা অমুক অমুক কাজ করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, অসুস্থতার সময় অমুক ঔষধ খেলেই স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে। এসব কিছু খোদার নির্দেশের অধীনে কাজ করছে আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে সবকিছু বৃথা। সুতরাং যার ইচ্ছা এবং নির্দেশে সবকিছু চলছে তাঁর সামনে আমাদের বিনত হতে হবে এবং তাঁরই ইবাদত করতে হবে, তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। সুতরাং নামায যেখানে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক সেখানে তা বিপদাপদ এবং সমস্যা থেকেও আমাদের রক্ষা করে। আমাদের অনেক কাজ এমন আছে যা বাহ্যত অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু খোদার দরবারে নতজানু হলে এবং খোদার সাথে সম্পর্কের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে।

মাননীয় শেষ রহমতুল্লাহ সাহেব, সাবেক আমীর জামাত করাচী-র স্ত্রী মাননীয়া আসগারী বেগম সাহেবার মৃত্যু। মৃতার সৎগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ১৫ই এপ্রিল, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (১৫ ই শাহাদত,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কুরআন শরীফে নামায পড়ার প্রতি বেশ কয়েক স্থানে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। কোথাও নামাযের হিফাযত বা সুরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোথাও রীতিমত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে আবার কোন স্থানে সময়মত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে, আর এর জন্য নির্দিষ্ট সময়েরও উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এই হলো নামাযের সময় যা এক মু'মিনের যত্ন সহকারে মেনে চলা উচিত এবং এর উপর মু'মিনের প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। এক কথায় নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং নামাযের আবশ্যকতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বারবার একজন মু'মিনকে নসীহত করেছেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যা বলেছেন তা হলো মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত। যেমন তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ জিন্ন এবং মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত করা। কিন্তু মানুষ এই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করে না এবং এটি থেকে দূরে পড়ে আছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য যা নির্ধারণ করেছেন তা হলো তোমরা খোদার ইবাদত কর। কিন্তু যারা এই মৌলিক ও প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দিয়ে পশুর মত জীবনের উদ্দেশ্য কেবল খাওয়া, পান করা এবং ঘুমিয়ে থাকা বলে মনে করে তারা খোদার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে খোদার ওপর আর কোন দায় দায়িত্ব থাকে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮২, এডিশন-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

অতএব একজন ঈমানদার ব্যক্তির সকল চেষ্টা এবং মনোযোগ এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার প্রতি নিবদ্ধ করা করা উচিত যেন সে খোদার কৃপাবারি লাভ করতে পারে।

আর ইবাদতের এই উদ্দেশ্য কিভাবে সাধিত হতে পারে? এর জন্য ইসলাম আমাদেরকে পাঁচ বেলা নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবাদতের প্রাণ হলো নামায। সুতরাং এই প্রাণ লাভ করার মাধ্যমেই আমরা ইবাদতের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা এ যুগের ইমামকে গ্রহণ করেছি যিনি আমাদেরকে ইবাদতের সঠিক রীতি শিখিয়েছেন, ইবাদতের সত্যিকার প্রজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য শিখিয়েছেন, আমাদেরকে এটি শিখিয়েছেন যে, ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য কি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে তিনি বারংবার নামাযের প্রতি নিজ জামাতের

দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন এবং এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন, এর খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেছেন। এর উদ্দেশ্য, হিকমত এবং প্রয়োজন স্পষ্ট করেছেন যেন আমরা নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করে সুন্দর ও সুচারুরূপে নামায পড়তে পারি।

এখন আমি এই প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্বৃতি উপস্থাপন করব। অনেক সময় চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণে বা রাত স্বল্প দৈর্ঘ হওয়ার কারণে ফজরের নামাযে আলস্য হয়ে যায়। সচরাচর যোহর আসরের নামায মানুষ হয়তো জমা করে বা অনেককে আমি দেখেছি যারা কাজের আধিক্যের কারণে নামাযই পড়ে না। সুতরাং চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া হোক বা রাতের ঘুম পূর্ণ না হোক বা কাজের ব্যস্ততাই হোক না কেন এসব কারণে মানুষ হয়তো নামায ছেড়ে দেয় বা অনেকেই এমনও আছে যারা বলে যে, আমরা তিন বেলার নামায জমা করেছি। আজকাল এসব দেশে খুব দ্রুত নামাযের সময় পিছিয়ে আসছে। এখন ফজরের নামাযে পূর্বের চেয়ে এক বা দেড় সারি কমে গেছে বা কমতে আরম্ভ করেছে। কিছু মানুষ যারা বাইরে থেকে এসেছে তাদের কারণে হয়তো কখনও কখনও সংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু স্থানীয়দেরও এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ যারা মসজিদের আশেপাশে বসবাস করেন বা যাদের মহল্লা এটি, আপনারা রীতিমত আপনাদের মসজিদে বা নামায সেন্টারে নামাযের জন্য যাবেন, বিশেষ করে ফজরের নামায পড়ার জন্য। শুধু এখানে নয় বরং বিশ্বের সব দেশেই মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা থাকা চায়। বিশেষ করে যদি ওহদাদার এবং জামাতের কর্মী আর ওয়াকফে জিন্দেগীগণ এর প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে নামাযের উপস্থিতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেতে পারে।

রীতিমত এবং যথাযথভাবে নামায পড়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক বৈঠকে বলেন,

"নামায রীতিমত আবশ্যক বিষয় হিসেবে কায়েম কর। অনেকেই শুধু এক বেলার নামায পড়ে। স্মরণ রাখা উচিত যে, নামায মাফ হয় না, এমনকি নবীদেরকেও নামায থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়নি। এক হাদীসে রয়েছে যে, একটি নতুন জামাত মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিজেদের নামায মাফ করার আবেদন জানিয়ে বলে যে আমাদের ব্যস্ততা আছে, অত্যাধিক কাজ রয়েছে তাই আমাদের নামায মাফ করা হোক। তিনি (সা.) বলেন, যে ধর্ম আমল বা কর্ম শূন্য সেটি কোন ধর্মই নয়। তাই এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখ এবং নিজেদের আমলকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত কর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মাঝে এটিও একটি নিদর্শন যে, আকাশ এবং পৃথিবী তাঁর নির্দেশেই নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করে। প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট স্বভাবের মানুষরা অনেক সময় বলে যে, প্রকৃতি পূজারী ধর্মই অনুসরণের যোগ্য কেননা সাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কিত নীতিসমূহ যদি অনুসরণ না করা হয় তাহলে তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা অর্জনে কী লাভ হবে। " (বস্তুবাদী মানুষ বলে থাকে যে, জাগতিক এবং প্রাকৃতিক অনেক নীতি রয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করা উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি আছে যে, এই এই জিনিসগুলো মেনে চলতে হবে, এগুলো যদি মেনে না চল তাহলে স্বাস্থ্য বজায় থাকবে না, আর তাক্বওয়া এবং পবিত্রতাও বজায় থাকতে পারে না, তাহলে এমন তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা থেকে লাভ কী?) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, "আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি হলো অনেক সময় ঔষধ অকেজো হয়ে যায় আর স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত নীতিগুলোও কোন কাজে আসে না। ঔষধও কাজ করে না আর দক্ষ চিকিৎসকও কাজে আসে না, কিন্তু যদি খোদার নির্দেশ আসে তাহলে বিপরীত জিনিসও অনুবর্তী হয়ে যায়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৩, এডিশন-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

অতএব আসল বিষয় হলো খোদার কৃপা। এই অবধারণা ভুল যে,স্বাস্থ্যই সব কিছু বা অমুক অমুক কাজ করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, অসুস্থতার সময় অমুক ঔষধ খেলেই স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে। এসব কিছু খোদার নির্দেশের অধীনে কাজ করছে আর আল্লাহ্র ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে সবকিছু বৃথা। সুতরাং যার ইচ্ছা এবং নির্দেশে সবকিছু চলছে তাঁর সামনে আমাদের বিনত হতে হবে এবং তাঁরই ইবাদত করতে হবে, তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। সুতরাং নামায যেখানে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক সেখানে তা বিপদাপদ এবং সমস্যা থেকেও আমাদের রক্ষা করে। আমাদের অনেক কাজ এমন আছে যা বাহ্যত অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু খোদার দরবারে নতজানু হলে এবং খোদার সাথে সম্পর্কের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে। অতএব যা কিছু সাধিত হয় খোদার ইচ্ছা অনুসারেই হয়। সে কারণেই খোদার কৃপাধন্য হওয়ার বেশি বেশি চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"আসল কথা হলো আল্লাহ্ তা'লা যা চান তাই করেন। তিনি অনুর্বর ভূমিকে শস্য শ্যামলা ভুমিতে পরিণত করেন আবার শস্য শ্যামলা ভুমিকে নিষ্ফলা ও অনুর্বর ভূমিতে পর্যবসিত করেন। দেখ বাবেল শহরের সাথে তিনি কি ব্যবহার করেছেন। মানুষ যে জায়গা আবাদ করার পরিকল্পনা করেছিল আল্লাহ্র ইচ্ছায় তা বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং পেঁচার বসতিস্থলে পরিণত হয়েছে আর যে জায়গা সম্পর্কে মানুষ চায়ত যে, তা বিরান ভূমিতে পরিণত হোক তা পৃথিবীর সমগ্র মানব মন্ডলীর কেন্দ্রভুমিতে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ মক্কা নগরী। তাই স্মরণ রেখ, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে দোয়া এবং পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করা চরম নির্বুদ্ধিতা। নিজেদের জীবনে এমন পরিবর্তন আনয়ন কর যেন তা এক নতুন জীবন হয়ে উঠে। অজস্র ধারায় ইস্তেগফার কর। যাদের জাগতিক কাজ কর্মের আধিক্যের কারণে সময় কম থাকে তাদের সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত।" (যারা মনে করে যে, আমাদের জাগতিক ব্যস্ততা অনেক, জাগতিক কাজ কর্ম আমাদের অনেক বেশি, ইবাদত এবং নামাযের সুযোগ আমাদের নেই, তাদের সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত।) "চাকুরিজীবিদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্ধারিত আবশ্যকীয় দায়িত্ব অধিকাংশ সময় বাদ থেকে যায়। তাই বাধ্য বাধকতার ক্ষেত্রে যোহর-আসর এবং মাগরিব-এশার নামায জমা করে পড়া বৈধ। আমি এটিও জানি যে, কর্মকর্তার কাছে যদি নামাযের অনুমতি চাওয়া হয় তাহলে তারা অনুমতি দেয়।" (মানুষ যেখানে চাকুরি করে সেখানে কর্মকর্তাদের ওপর যদি তাদের ভালো প্রভাব থাকে তাহলে নামাযের অনুমতি চাইলে তারা নামাযের অনুমতি দিয়ে দেয়।) "উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নিম্ন পদস্থ কর্মকর্তাদের এজন্য বিশেষ দিক-নির্দেশনাও থেকে থাকে আর অনেক সময় এমন নির্দেশ দেওয়াও হয়। তিনি বলেন, নামায পরিত্যাগের প্রেক্ষাপটে এমন অযথা অজুহাত আভ্যন্তরীন দুর্বলতা ব্যতিত আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যায় এবং সীমালঙ্ঘন করো না। পরম সততার সাথে নিজেদের ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন কর।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৫, এডিশন-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

এরপর শুধু নামাযই নয় বরং তিনি আমাদের কাছে এর চেয়েও বড় প্রত্যাশা রাখেন। নামায এবং তাহাজ্জুদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"এই পুরো আয়ুষ্কাল যদি জাগতিক কাজকর্মেই কেটে যায় তাহলে পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করলে?' (যদি জীবনের পুরো সময়, প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি মুহূর্ত মানুষ জাগতিক আয় উপার্জনেই ব্যয় করে তাহলে পরকালের জন্য সে কি সঞ্চয় করলো) তিনি বলেন, "বিশেষ সতর্কতার সাথে তাহাজ্জুদের জন্যও উঠ আর সুগভীর একাগ্রতা ও আগ্রহের সাথে তা পড়। মধ্যবর্তী নামাযগুলির ক্ষেত্রে চাকুরির কারণে সংকট দেখা যায়। আল্লাহ্ তা'লাই প্রকৃত জীবিকা দাতা। তাই নামায যথাসময়ে পড়া উচিত। কোন কোন সময় যোহর-আসরের নামায জমা হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, মানুষ দুর্বল হবে, তাই তিনি এই ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু এই ছাড় তিন নামায একত্রে জমা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেখানে চাকুরী এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে মানুষ শাস্তি পায় (এবং সরকার বা কর্মকর্তাদের ক্রোধভাজন হয়) সেখানে খোদার খাতিরে কোন কষ্ট সহ্য করা কতই না প্রশংসনীয় বিষয়। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮২, এডিশন-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

জাগতিক চাকুরীতে কাজকর্মের ক্ষেত্রেও মানুষ শাস্তি পেয়ে থাকে, আবার অনেক সময় কষ্টও সহ্য করে। তাই নামায পড়ার জন্য বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যদি কিছুটা কষ্ট হয় তাহলে এটি তো কল্যাণ বৈ আর কিছু নয়। সুতরাং একজন মু'মিনের সর্বদা বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত। এখন রাত ছোট হয়ে আসছে। তাই ছোট রাতের কারণে নামায কাযা যেন না হয় বা সম্পূর্ণভাবে নামায ছেড়ে না দেওয়া হয়। আর জাগতিক কর্ম ব্যস্ততাও যেন নামাযের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সব সময় আত্মজিজ্ঞাসায় লেগে থাকা উচিত।

আমাদের অনেকেই আবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে নামায পড়ে থাকে কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম তারা বোঝে না। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে,

" নামায কী? এটি এক বিশেষ দোয়া। কিন্তু মানুষ নামাযকে বাদশাহ্দের শুল্ক বা কর মনে করে।" (যেন বাধ্য হয়ে দিচ্ছে, যেন তাদের ওপর এই কর চাপানো হয়েছে) "নির্বোধ এতটাও জানে না যে, আল্লাহ্ তা'লার এসব

কিছুর প্রয়োজন কী? আল্লাহ তা'লা মানুষের দোয়া, তাঁর পবিত্রতা এবং একত্ববাদের ঘোষণা করার মুখাপেক্ষী নন । এতে মানুষের জন্যই কল্যাণ নিহিত এবং এভাবে সে তার লক্ষ্যে এবং গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, এটি দেখে আমার খুবই আক্ষেপ হয় যে, আজকাল ইবাদত, তাক্বওয়া এবং ধার্মিকতার প্রতি ভালোবাসা নেই। কু-প্রথার একটি সার্বজনীন বিষক্রিয়া হলো এর মূল কারণ। একারণেই খোদার ভালোবাসা হারিয়ে যাচ্ছে আর ইবাদতে যে ধরণের আনন্দ পাওয়া উচিত মানুষ সেই আনন্দ পায় না। এই পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা স্বাদ এবং এক বিশেষ আনন্দ রাখেননি। তিনি বলেন, যেভাবে একজন রোগী পরম উৎকৃষ্ট সুস্বাদু বস্তুরও স্বাদ পায় না এবং সেটিকে তিক্ত ও বিস্বাদ মনে করে"। (অনেক সময় অসুস্থতার কারণে মুখের স্বাদ হারিয়ে যায়) "অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে আনন্দ বা স্বাদ পায় না তাদের নিজেদের রোগ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। যেভাবে আমি এখনই বলেছি যে, এ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা কোন না কোন স্বাদ অন্তর্নিহিত রাখেননি। আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতিকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তাই কি কারণ থাকতে পারে যে, এই ইবাদতে তার জন্য কোন আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত থাকবে না?" (একদিকে তিনি বলছেন যে, আমি সৃষ্টিই করেছি ইবাদতের জন্য অথচ ইবাদতে কোন স্বাদ বা আনন্দ রাখবেন না?) তিনি বলেন, "আনন্দ এবং স্বাদ অবশ্যই অন্তর্নিহিত আছে কিন্তু সেটিকে উপভোগ করার মানুষও তো চাই, সেই স্বাদ অর্জনের চেষ্টা করাও প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) এখন মানুষ যেখানে সৃষ্টিই হয়েছে ইবাদতের জন্য অতএব ইবাদতে পরম স্বাদ এবং আনন্দও অন্তর্নিহিত রাখা আবশ্যক। আমরা দৈনন্দিন জীবনের পর্যবেক্ষন এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একথা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি।" (সব কাজেই আল্লাহ্‌তা'লা আনন্দ এবং সুখ অন্তর্নিহিত রেখেছেন। দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে তা উপলব্ধি করা যায়) তিনি বলেন, "দেখ! যেসমস্ত খাদ্য দ্রব্য মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এগুলো কি সে উপভোগ করে না, সে কি এর স্বাদ পায় না? বরং সুস্বাদু খাবার যদি রান্না হয়ে থাকে তাহলে মানুষ পরম আনন্দ পায়। এই আনন্দ এবং স্বাদকে উপভোগ করার জন্য তার মুখে কি জিহ্বা নেই? সুন্দর জিনিস দেখে, উদ্ভিদ হোক বা জড় বস্তু হোক, মানুষ হোক বা পশু, সে কি আনন্দ পায় না? (সে খাবারের স্বাদও পায় আর সৌন্দর্যেকেও চোখের মাধ্যমে সে উপভোগ করে।) "মনভোলা এবং সুললিত কণ্ঠ কি তার কান উপভোগ করে না?" (আল্লাহ্ তা'লা কান সৃষ্টি করেছেন, সুন্দর সুর বা সুন্দর আওয়াজ কানে পড়লে হৃদয় আনন্দিত হয়।) "অতএব ইবাদতে যে স্বাদ অন্তর্নিহিত আছে, এই বিষয়টি বোঝার জন্য কি আরও প্রমাণ প্রয়োজন?" (এই সব জিনিস যা আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন তাতে মানুষ স্বাদ এবং আনন্দ পায় কিন্তু ইবাদতে স্বাদ থাকবে না এটি কিভাবে সম্ভব। এ সবকিছুই এ কথার প্রমাণ যে, ইবাদতেও আল্লাহ্ তা'লা আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত রেখেছেন।) তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি নর ও নারীকে যুগল করে সৃষ্টি করেছি এবং পুরুষের মাঝে এর প্রতি আকর্ষন সৃষ্টি করেছি। এখন এতে কেবল বাধ্য বাধকতাই নয় বরং স্বাদও দেখিয়েছেন। যদি শুধু বংশ বিস্তারই মূল উদ্দেশ্য হতো তাহলে লক্ষ্য অর্জিত হতো না। আল্লাহ্ তা'লার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো মানব সৃষ্টি। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নর ও নারীর মাঝে তিনি এক সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন আর প্রসঙ্গত তাতে এক স্বাদ ও আনন্দ অন্তর্নিহিত রেখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ নির্বোধদের দৃষ্টিতে সেটিই মূল উদ্দেশ্য।" (কিছু দুনিয়ার কীট এবং নির্বোধ মনে করে যে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এটিই।) তিনি বলেন, "একইভাবে এই বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নাও যে, ইবাদত কোন বোঝা বা কর নয়, এতেও একটি স্বাদ এবং আনন্দ অন্তর্নিহিত আছে। এই স্বাদ এবং আনন্দ জাগতিক সকল স্বাদ ও আনন্দ এবং রিপুর সকল ভোগ বিলাস থেকে উন্নত ও উৎকৃষ্ট। তিনি বলেন, যেভাবে একজন রোগী পরম উৎকৃষ্ট খাবারের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে অনুরূপভাবে, হ্যাঁ অবিকল সেভাবেই সেই পরম দুর্ভাগা মানুষই আল্লাহ্‌র ইবাদতকে উপভোগ করে না।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮২, এডিশন-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

যদি একজন রোগী অসুস্থতার কারণে এবং মুখ তেতো হওয়ার কারণে একটি উত্তম খাবার পছন্দ না করে, এর স্বাদ যদি না পায় তার অর্থ এটি নয় যে, সেই খাবার নষ্ট বরং এর অর্থ হলো, সে অসুস্থ। অনুরূপভাবে যে নামায এবং ইবাদত উপভোগ করে না তার অর্থ এই হবে না যে, নামাযে কোন আনন্দ বা স্বাদ নেই বা আল্লাহ্ তা'লা রাখেননি। আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তা অন্তর্নিহিত রেখেছেন কিন্তু মানুষের নিজের স্বভাব, প্রকৃতি, অসুস্থতা এবং রুচি বিকৃতির কারণে সে তার স্বাদ পায় না।

সুতরাং নামাযকে আমাদের উপভোগ করার চেষ্টা করা উচিত। এটিকে বোঝা হিসেবে ছুড়ে ফেলার জন্য পড়া উচিত নয়। এমন পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় তাহলে আমি যেভাবে বলেছি যে অনেকেই রাত দীর্ঘ হলে ফজরের নামাযে আসে কিন্তু রাত ছোট হলে ফজরের নামাযে আসা ছেড়ে দেয়, তখন তারা স্বাদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে এবং বাকি নামায পড়ার বিষয়েও তারা মনোযোগী হবে।

এরপর নামাযের আনন্দ এবং নামাযের স্বাদ উপভোগের বিষয়টির ওপর আরও আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন,

"বস্তুত আমি দেখি যে, মানুষ এজন্য নামাযে উদাসীন এবং অলস হয় যে, তারা সেই আনন্দ এবং স্বাদ সম্পর্কে অবহিত নয় যা আল্লাহ্ তা'লা নামাযে অন্তর্নিহিত রেখেছেন। এর বড় কারণ হলো তারা সে সম্পর্কে অনবহিত। এছাড়া শহর এবং গ্রামে আরও বেশি আলস্য এবং উদাসীন্য প্রদর্শিত হয়। শতভাগ তো দূরের কথা শতকরা পঞ্চাশ ভাগও সত্যিকার ভালোবাসার সাথে নিজ প্রভুর দরবারে বিনত হয় না । এরপর প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, কেন তারা এই আনন্দ এবং স্বাদ সম্পর্কে অবহিত নয় আর কেন তারা কখনও এই স্বাদ পায়নি। ধর্মে এমন ফাঁকা কোন নির্দেশ নেই। অনেক সময় এমন হয় যে, আমরা আমাদের কাজে রত থাকি, মুয়ায্‌যেন আযান দিয়ে দেয় আর মানুষ তা শুনতেও চায় না অর্থাৎ তাদের হৃদয় অস্বস্তি বোধ করে (অর্থাৎ আযানের ধ্বনি কানে পড়লে তারা তা শুনতেও চায় না যে, এখন তো নামাযে যেতে হবে সে বিষয়ে তারা মনোযোগই দেয় না।) "এদের অবস্থা বড় দয়নীয়। এখানেও অনেকেই এমন আছে, তাদের দোকান মসজিদেরই নীচে কিন্তু কোন সময় গিয়ে নামাযে দাঁড়ায়ও না। সুতরাং আমি চাই, আবেগ আপ্লুত হয়ে হৃদয়ের বেদনা দিয়ে এই দোয়া করা উচিত যে, যেভাবে ফলফলাদি এবং হরেক প্রকার জিনিসের বিভিন্ন স্বাদ দিয়েছ, তদ্রুপ নামায এবং ইবাদতেরও একটিবার স্বাদ পাইয়ে দাও। তিনি বলেন, মানুষ মুখে খাবার এবং ফলফলাদির স্বাদ পায় অনুরূপভাবে এই দোয়া কর যে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে নামাযেরও স্বাদ পাইয়ে দাও। সুস্বাদু কিছু খেলে মনে থাকে। দেখ! কোন ব্যক্তি কোন দৃষ্টিনন্দন বস্তুকে একটি বিশেষ আনন্দের সাথে যদি দেখে তাহলে তার তা ভালোভাবে মনে থাকে। এছাড়া কোন কুৎসিত চেহারা ও ঘৃণ্য অবয়বের কাউকে দেখলে তার পুরো অবস্থা এর গঠনের নিরীখে তার সামনে মূর্ত হয়।" (অতএব সৌন্দর্যও মনে থাকে আর কুদর্যতাও মনে থাকে।) "হ্যাঁ যদি কোন সম্পর্ক না থাকে বা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে কিছু মনে থাকে না। অনুরূপভাবে নামায ত্যাগকারীদের দৃষ্টিতে নামায হলো এক প্রকার বোঝা, অর্থাৎ সকালে উঠে প্রচন্ড শীতে ওযু করে আরামের ঘুম পরিত্যাগ করে বেশ কয়েক প্রকার সুখ ও আনন্দ জলাঞ্জলি দিয়ে পড়তে হয়। আসল কথা হলো নামাযের প্রতি তার এক প্রকার অনীহা রয়েছে যা সে বুঝে উঠতে পারে না। সেই স্বাদ এবং প্রশান্তি যা নামাযে অন্তর্নিহিত আছে সে সম্পর্কে সে অবহিত নয়, তাই নামাযে সে কিভাবে স্বাদ পেতে পারে? তিনি বলেন, আমি দেখি যে, এক মদ্যপ এবং নেশাবাজ মানুষ যতক্ষন আনন্দ না পায় অনবরত পান করতে থাকে অর্থাৎ যতক্ষন না তার এক প্রকার নেশা হয় সে পান করতে থাকে। বুদ্ধিমান এবং পুণ্যবান মানুষ এ দৃষ্টান্ত থেকে উপকৃত হতে পারে।" (নেশাবাজের এই যে দৃষ্টান্ত তা থেকেও এক বুদ্ধিমান মানুষ শিখতে পারে) আর তা কী? তা হলো রীতিমত স্থায়ীভাবে নামায পড়া। " (আনন্দ আসুক বা না আসুক অবিরত পড়ে যাওয়া আর স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়াও করা উচিত এবং রীতিমত নামায পড়ে যাওয়া উচিত) " যতক্ষন তার কাছে নামায উপভোগ্য না হয়ে উঠে। যেভাবে মদ্যপ ব্যক্তির হৃদয়ে এক প্রকার স্বাদ বা আনন্দ বিরাজ করে যা অর্জন করা তার লক্ষ্য হয়ে থাকে অনুরূপভাবে অন্তর এবং সমস্ত শক্তি বৃত্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেই আনন্দ বা স্বাদ পাওয়া। এরপর এক নিষ্ঠা এবং উচ্ছাস নিয়ে যা নিদেন পক্ষে সেই নেশাবাজের ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠার মত হয়ে থাকে, হৃদয় থেকে একটি দোয়া উদ্ভুত হয় যেন সে স্বাদ পায়। অতএব এক প্রকারের ব্যাকুলতা ও বেদনা সৃষ্টি হওয়া উচিত আর এরপর দোয়া করা উচিত। তিনি বলেন, আমি প্রকৃতই বলছি যে, সেই স্বাদ এবং আনন্দ অবশ্যই লাভ হবে। এরপর নামায পড়ার সময় সেই সকল লক্ষ্য অর্জন করাও যেন উদ্দেশ্য হয় যা নামাযের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আর এহ্‌সান যেন লক্ষ্য হয়। তিনি বলেন, اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ (সূরা হূদ: ১১৫) অর্থাৎ পুণ্য পাপকে মুছে ফেলে। সুতরাং এই সকল পুণ্য এবং স্বাদ ও আনন্দকে হৃদয়ে গেঁথে দোয়া করা উচিত অর্থাৎ সেই নামায যা সত্যবাদী এবং সৎকর্মশীলদের নামায হয়ে

থাকে, তা যেন ভাগ্যে জোটে। তিনি বলেন, এই যে বলা হয়েছে اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ পুণ্য অর্থাৎ নামায পাপকে মুছে ফেলে বা অন্যত্র যা বলা হয়েছে যে, নামায অশ্লীলতা এবং অপচ্ছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে অথচ আমরা দেখি যে, কিছু মানুষ নামায পড়া সত্ত্বেও আবার পাপ করে। পৃথিবীতে এটিই দেখা যায় যে, অনেকেই আছে যারা অনেক নামায পড়ে আবার পাপেও লিপ্ত হয়। এর উত্তর হলো, এরা নামায পড়ে কিন্তু সেই প্রেরণা এবং তাক্বওয়ার সাথে পড়ে না, সত্যের সাথে এবং হৃদয়ের গভীর থেকে নামায পড়ে না, তারা প্রথাগতভাবে, অভ্যাসবশতঃ সিজদা করে মাত্র। তাদের হৃদয় বা আত্মা মৃত। আল্লাহ্ তা'লা এই নামাযের নাম হাসানাত বা পুণ্য রাখেননি। এখানে যে আল্লাহ্ তা'লা 'হাসানাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন আর 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করেননি অথচ অর্থ একই, এর উদ্দেশ্য হলো নামাযের বৈশিষ্ট্য আর নামাযের সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা অর্থাৎ সেই নামায পাপ বিমোচন করে যা নিজের মাঝে সত্যের প্রাণ রাখে এবং কল্যাণ প্রবাহের বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখে। এমন নামায অবশ্যই পাপ দূরীভূত করে। নামায কেবল ওঠা বসার নাম নয়। নামাযের সত্যিকার প্রাণ এবং সারবত্তা হলো সেই দোয়া যা নিজের মাঝে এক আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত রাখে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬২-১৬৪, এডিশন-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

এরপর নামাযের বিভিন্ন অবস্থার হিকমত বা প্রজ্ঞা এবং আমাদের ওপর এর যে প্রভাব পড়া উচিত এর বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি বলেন, "স্মরণ রেখ! নামাযে বাস্তব এবং বাহ্যিক অবস্থা উভয়টির প্রয়োজন" (অর্থাৎ এমন অবস্থা হওয়া উচিত, যা নামাযের অবস্থা, দ্বিতীয়ত এই চেতনা থাকা চাই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র সামনে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলছে।) তিনি বলেন, "অনেক সময় রূপকভাবে কোন সংবাদ দেওয়া হয়" (অর্থাৎ রূপক অবস্থা সৃষ্টি হয়)। তিনি বলেন, "এমন ছবি দেখানো হয় যা দেখে দর্শক বুঝতে পারে যে, এটি এর উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে নামায হলো খোদা তা'লার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতিচ্ছবি।" (নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় খোদা তা'লা মানুষের কাছে কি চান তার একটি রূপক প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে)। "নামাযে যেভাবে মৌখিকভাবে কিছু পড়া হয় অনুরূপভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উঠা বসা বা গতিবিধির মাধ্যমে কিছু দেখানো হয়। " (নামাযে আমরা মৌখিকভাবে যা পড়ি, আমাদের যে অঙ্গ ভঙ্গি তা-ও সেই শব্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।) " মানুষ যখন দন্ডায়মান হয়, যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা এবং পবিত্রতার গুণকীর্তন করে, তখন এর নাম রাখা হয়েছে 'ক্বিয়াম' অর্থাৎ দন্ডায়মান হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে, খোদার প্রশংসা এবং গুণকীর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হলো ক্বিয়াম বা দন্ডায়মান হওয়া। তিনি বলেন, দেখ! বাদশাহ্‌দের সামনে যখন কাসিদা বা কবিতা শুনানো হয় তখন দাঁড়িয়েই শুনানো হয়ে থাকে। তো এখানে বাহ্যিক ক্বিয়াম রাখা হয়েছে আবার অন্য দিকে মৌখিকভাবে প্রশংসা বা গুণকীর্তন রাখা হয়েছে। এর অর্থ হলো আধ্যাত্মিক ভাবেও তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দন্ডায়মান হও। যখন মানুষ দন্ডায়মান হয় আর সূরা ফাতিহা পড়ে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে তখন আধ্যাত্মিকভাবেও হৃদয়ে ক্বিয়াম বিরাজ করা উচিত। তিনি বলেন, কোন কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই প্রশংসা করা হয়। যে ব্যক্তি কারো সত্যায়ন কারী হয় বা যখন কারও প্রশংসা করে তখন সে একটি মতামতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই তা করে। মিথ্যা প্রশংসা তো করা হয় না। মানুষ যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, কারো সত্যায়ন করেই সে তার প্রশংসা করে। তিনি বলেন, তাই যে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে, তার জন্য আবশ্যক হলো সে সত্যিকার অর্থে আলহামদুলিল্লাহ্ তখন বলতে পারে যখন তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই, সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, আল্লাহ্‌রই জন্য সব প্রশংসা। এই কথা যদি হৃদয়ে সৃষ্টি হয় তাহলে এটি আধ্যাত্মিক ক্বিয়াম। সব প্রশংসা খোদা তা'লার, তিনিই সকল প্রশংসার যোগ্য, এই অবস্থা যদি হৃদয়ে সৃষ্টি হয় আর তাঁরই প্রশংসা করা উচিত আর তাঁকে বাদ দিয়ে এমন কেউ নেই যার প্রশংসা করা যেতে পারে, তাহলে এটি শুধু হাত বেঁধে দন্ডায়মান হওয়া নয় বরং এটি আধ্যাত্মিকভাবেও দন্ডায়মান হওয়া বা ক্বিয়াম। কেননা হৃদয় এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ধরে নেওয়া হয় যে, সে দাঁড়িয়েছে, তার অবস্থা অনুসারে সে দন্ডায়মান হয়েছে যার ফলে এই আধ্যাত্মিক ক্বিয়াম তার ভাগ্যে জোটে। আন্তরিক অবস্থা অনুসারে সে দৈহিকভাবে দন্ডায়মান হয়েছে। এরপর রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিআল আযীম' বলে। রীতি হলো কারো মাহাত্ম্য যখন মানুষ স্বীকার করে তখন তার সামনে সে নতজানু হয়। মাহাত্ম্যের দাবি হলো তার জন্য রুকু করা। সুতরাং মৌখিকভাবে 'সুবহানা রাব্বিআল আলা' ঘোষণা করেছে আর ব্যবহারিকভাবেও নতজানু হয়েছে। মুখ আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে আর একই সাথে মানুষ রুকুতে যায় এবং নতজানু হয়। এটি সেই উক্তির সাথে বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য।" (অর্থাৎ মুখে শব্দ উচ্চারিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে যখন আবেগ তৈরী হয়েছে তখন দৈহিকভাবেও নত হয়েছে।)

"এরপর তৃতীয় ঘোষণা হলো 'সুবহানা রাব্বিআল আলা'। 'আলা' হলো আফআল ও তাফযীল।" (আরবী ব্যাকরণে শব্দের সবচেয়ে গভীর অর্থ প্রদানের জন্য তা ব্যবহার করা হয়) (অর্থাৎ মাহাত্ম্য দেওয়ার ব্যবহারিক রূপ। এটি হল সিজদার অবস্থা। এর অর্থ হল এই যে, এটি মাহাত্ম্য স্বীকার করার সর্বোৎকৃষ্ট বহিঃপ্রকাশ)। "খোদা তা'লার মাহাত্ম্য প্রকাশের সবচেয়ে মহানরূপী যে সিজদার অবস্থা বা দৈহিক অঙ্গ-ভঙ্গী এটা দৈহিক সিজদার দাবি রাখে।" (খোদার মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর পবিত্রতা এবং গরিমা বর্ণনার এই রীতি সিজদাকে চায় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দরবারে সম্পূর্ণভাবে সিজদাবনত হওয়া।) "এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি হলো সিজদাবনত হওয়া। মানুষের সিজদা করা। 'সুবহানা রাব্বিআল আলা'র সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ দৈহিক অবস্থাও তাৎক্ষণিকভাবে সে বরণ করল অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যে মহান তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের আন্তরিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি একই সাথে মাটিতে সিজদা করে। সুতরাং এটিই সেই অবস্থার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং এই হলো তিনটি মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি তিনটি দৈহিক অবস্থা। প্রথমে একটি চিত্র তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। সকল প্রকার ক্বিয়াম করা হয়েছে, জিহ্বা যা দেহের অংশ সেও ঘোষণা করল এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত হল। তৃতীয় জিনিস ভিন্ন তা যদি অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে নামায হয় না, তা হলো সেই হৃদয়। হৃদয়ের ক্বিয়ামও এর জন্য আবশ্যক, এর ওপর দৃষ্টিপাতে আল্লাহ্ যেন দেখতে পান যে, সত্যিকার অর্থে সে প্রশংসা করছে এবং দন্ডায়মান রয়েছে। আত্মাও দন্ডায়মান হয় এবং সিজদা করে, দেহ নয় বরং আত্মাও দন্ডায়মান রয়েছে অর্থাৎ হৃদয়ের অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা অন্তর্যামী।। তিনি দেখছেন যে, দেহের পাশাপাশি তার আত্মাও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছে বা রুকু করছে বা সিজদা করছে। যখন 'সুবাহানা রাব্বিআল আযীম' বলে তখন এটি শুধু মাহাত্মেরই স্বীকারোক্তি নয় বরং একই সাথে তাকে ঝুঁকতেও হবে আর এখানে তার আত্মারও অবনত হওয়া আবশ্যক। তৃতীয় পর্যায়ে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়েছে, তাঁর পদমর্যাদার মাহাত্ম্য বা উচ্চতার ঘোষণার পাশাপাশি দেখা উচিত যে, আত্মাও আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের আস্তানায় সিজদাবনত কিনা অর্থাৎ একইভাবে হৃদয়েরও সিজদা আবশ্যক। বস্তুত যতক্ষণ এই অবস্থা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ যেন সে আশ্বস্ত না হয়। يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوة -এর অর্থ এটিই। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে, কিভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে? এর উত্তর হলো- রীতিমত নামায পড়া। এবং কুমন্ত্রণা ও সন্দেহ সৃষ্টি হলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া। নামাযের সময় কুমন্ত্রণা আর সন্দেহ সৃষ্টি হলে উদ্বিগ্ন না হয়ে রীতিমত নামায পড়। প্রাথমিক অবস্থায় সন্দেহ ও কুমন্ত্রণার সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হয়, শয়তান আক্রমণ করে, শয়তানের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। এর চিকিৎসা হলো নিরলসভাবে অবিচলতা ও ধৈর্যের সাথে নামাযে রত থাকা, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে থাকা। অবশেষে সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যার কথা আমি এখন বলেছি।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৩-৪৩৫, এডিশন-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

সুতরাং অবিচলতা হলো শর্ত। এটি যদি মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে খোদা ছুটে তার বান্দার কাছে আসেন, এরপর খোদার কৃপাবারীও বর্ষিত হয় কিন্তু এই সত্য এবং বাস্তবতাকে অনেকে বোঝে না, তড়িঘড়ি করে খোদা তা'লার দ্বার পরিত্যাগ করে বা এর গুরুত্ব বুঝে না আর দুনিয়ার দিকে সে ধাবিত হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এরপর স্মরণ রাখার যোগ্য কথা হলো, প্রকৃত নামায দোয়ার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে হাত পাতা মু'মিনসুলভ আত্মাভিমানের প্রাকাশ্য বিরোধি। কেননা দোয়ার এই মর্যাদা খোদা তা'লারই প্রাপ্য।" (মানুষ সচরাচর দৈনন্দিন জীবনে একে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকে, একে অন্যের কাছে কিছু চেয়েই থাকে কিন্তু এমনভাবে হাত পাতা যা শুধু খোদা তা'লার কাছেই পাতা উচিত তা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কারও কাছে আশা রাখা এবং অন্য কারও ওপর নির্ভর করা অনুচিত।) তিনি বলেন, "মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তুচ্ছ করে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে হাত না পাতবে, তাঁর কাছে না চাইবে, নিশ্চিত জেনো যে, প্রকৃত অর্থে সেই ব্যক্তি মুসলমান এবং সত্যিকার মু'মিন আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়। ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম হলো তার সমস্ত শক্তি, আভ্যন্তরীন হোক বা বাহ্যিক, সম্পূর্ণরূপে খোদা তা'লার আস্তানায় যেন সিজদাবনত থাকে। যেভাবে একটি বড়

ইঞ্জিন অনেক কলকব্জাকে পরিচালিত করে এক গতি সৃষ্টি করে অনুরূপভাবে মানুষ যতক্ষণ তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি গতিবিধি এবং উঠা বসাকে সেই ইঞ্জিনের মহান শক্তির অধীনস্ত না করবে সে কিভাবে খোদার প্রভুত্বে বিশ্বাসী বলে গন্য হতে পারে? আর اِنِّیۡ وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ বলার সময় প্রকৃত অর্থেই হানিফ আখ্যায়িত হতে পারে? মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি তাৎক্ষণিকভাবে এদিকে যদি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে মুসলমান, সে মু'মিন এবং সে হানিফ বা একত্ববাদী। মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি যদি আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাহলে সে মুসলমানও এবং মু'মিনও আর হানিফ বা একত্ববাদীও। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের সামনে বা অন্যের কাছে হাত পাতে আর সেদিকেও বিনত হয়, অর্থাৎ এক দিকে আল্লাহ্‌র কাছে ঝুঁকে অপর দিকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনেও ঝুঁকে, তার স্মরণ রাখা উচিত, সে অনেক বড় দুর্ভাগা এবং বঞ্চিত। তার জীবনে সেই সময় আসবে যখন সে মৌখিকভাবেও আল্লাহ্‌র সামনে আর ঝুঁকতে পারবে না অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাকে ছেড়ে দিবেন। আর একটি সময় এমন আসবে যখন বাহ্যিক অর্থেও সে খোদা তা'লার সামনে সিজদাবনত হতে পারবে না। তিনি বলেন, নামায ছেড়ে দেওয়ার আর আলস্যের একটি কারণ হলো, মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের সামনে ঝুঁকে তখন আত্মা এবং হৃদয়ের শক্তি সেই বৃক্ষের ন্যায় হয়ে যায় যার শাখা প্রশাখা যখন প্রথম দিকে একপাশে ঝুঁকে যায় আর সেই অবস্থায়ই বড় হয় তখন তা সেদিকেই ঝুঁকে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তার হৃদয়ে এক প্রকার কঠোরতা সৃষ্টি হয়ে তাকে পাথর বানিয়ে দেয় আর তা জড় বস্তুতুল্য হয়ে যায়।" (গাছের শাখা প্রশাখা যদি একদিকে বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে গাছ সে দিকেই ঝুকে যায়। অনুরূপভাবে মানুষও যদি বান্দার প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে বান্দারই হয়ে যায়। খোদার বিষয়ে তার হৃদয় কঠোর হয়ে যায়।) তিনি বলেন, "গাছের যেসব শাখা প্রশাখা এক দিকে ঝুঁকে যায় সেগুলো আর অন্য দিকে ফিরে আসতে পারে না। অনুরূপভাবে হৃদয় এবং আত্মা খোদা তা'লা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে পড়ে। সুতরাং এটি বড় ভয়াবহ এবং হৃদয়কে কাঁপিয়ে তোলার মত বিষয় যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করে অন্যের কাছে হাত পাতবে। সেকারণেই যথাযথ প্রস্তুতির সাথে এবং রীতিমত নামায পড়া একান্ত আবশ্যক যেন প্রথম থেকে তা এক বদ্ধমূল অভ্যাসের মত হৃদয়ে গ্রথিত হয় আর আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকার বা প্রত্যাবর্তনের যদি মনমানসিকতা সৃষ্টি হয় তাহলে এমন একটি সময় আসে যখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক জ্যোতি লাভ করে। " (প্রথম দিকে গভীর চেষ্টা করে নামায পড়তে হয়, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে বিশুদ্ধ চিত্তে যদি আল্লাহ্‌র সামনে বিনত হতে থাকে তাহলে খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়।) তিনি বলেন, "আমি বিষয়টি পুনরায় জোর দিয়ে বলব, পরিতাপ যে, আমি সেই শব্দ পাইনি যার মাধ্যমে অন্যের সামনে বিনত হওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরতে পারতাম। মানুষের কাছে গিয়ে আকুতি মিনতি করা খোদা তা'লার আত্মাভিমানে আঘাততুল্য, কেননা এটি মানুষের খাতিরে নামাযের নামান্তর। সুতরাং খোদা তা'লা এটির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এটিকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেন। আমি সাদামাটা সহজ সরল ভাষায় এ বিষয়টি বর্ণনা করছি, যদিও বিষয়টি আক্ষরিকভাবে এমন নয় কিন্তু বোঝা যায়। এটি একটি জাগতিক দৃষ্টান্ত, বোঝানোর জন্য বর্ণনা করছি। যেভাবে এক আত্মাভিমানী পুরুষের আত্মাভিমান এটি দেখা পছন্দ করবে না যে, তার স্ত্রী অন্য কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুক। কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে যারা এমন অবস্থায় সেই দুশ্চরিত্রা মহিলাকে হত্যা করা আবশ্যক মনে করে। তিনি বলেন, ইবাদত এবং দোয়া বিশেষ করে এই সত্তারই প্রাপ্য। আল্লাহ্ তা'লা চান না যে, অন্য কাউকে মা'বূদ আখ্যা দেওয়া হোক বা কাউকে এভাবে ডাকা হোক। সুতরাং স্মরণ রেখ! খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখ! আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনে ঝুঁকা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নামান্তর। নামায বা একত্ববাদ যাই বল না কেন, আল্লাহ্‌র সামনে ব্যবহারিক অর্থে বিনত হওয়ার নাম হলো নামায। এটি তখন কল্যাণ শূণ্য এবং অর্থহীন হয়ে থাকে যখন তার সাথে আত্মবিলুপ্তি এবং একত্ববাদী হৃদয় অন্তর্ভুক্ত না হয়। "(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৬-১৬৭, এডিশন-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

অনেকেই বলে আমরা অনেক কেঁদেছি, অনেক নামায পড়েছি কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি। এমন মানুষের কথা খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অনেকেই মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আকুতি মিনতি ও আহাজারি করলে কিছু লাভ হয় না, এই কথাটি সম্পূর্ণভাবে ভুল এবং মিথ্যা। এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সর্বময় ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশ্বাস রাখে না। যদি তাদের মাঝে সত্যিকার ঈমান থাকত তাহলে তারা এমনটি বলার ধৃষ্টতা দেখাত না। কোন ব্যক্তি যখনই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আসে এবং সত্যিকার অর্থে তওবার সাথে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ্ সব সময় তার প্রতি কৃপা করেন। এক কবি পরম সত্য বলেছেন,

"আশেক কে শুদ কে ইয়ার বেহালে নাযার না কারদ্

এ্যা খাঁজা দারদ্ নিস্ত ও গার না তাবীব হাস্ত"

এটি একটি ফারসী পঙক্তি যার অর্থ হলঃ সে কিসের প্রেমিক যার প্রতি প্রেমাষ্পদ চোখ তুলে তাকায় না, হে মানুষ কোন রোগই নেই বা ব্যাথাই নেই ডাক্তার অবশ্যই উপস্থিত আছে, তাই তোমার ধারণা ভুল। আল্লাহ্ তা'লা চান তোমরা পবিত্র হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে আস। তাঁর অবস্থা অনুসারে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন কর। এটি অনেক বড় কথা যে, তাঁর অবস্থা অনুসারে নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আন, যেভাবে তিনি বলেছেন সেভাবে জীবনযাপন কর। যা মানুষকে আল্লাহ্‌র দরবারে যাওয়ার যোগ্য করে নিজের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে দেখাও। আমি প্রকৃত অর্থেই বলছি, খোদার মাঝে বিস্ময়কর শক্তি রয়েছে, তাঁর মাঝে অনন্ত কৃপা এবং কল্যানরাজি নিহিত আছে, তাঁকে দেখার জন্য ভালোবাসার চোখ সৃষ্টি কর। আল্লাহ্‌কে সত্যিকার অর্থে ভালোবাস, যদি সত্যিকার ভালোবাসা থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন, আর সাহায্য এবং সমর্থন প্রকাশ করেন।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫২-৩৫৩, এডিশন-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

সুতরাং আমাদের নিজেদের মাঝে এমন পরিবর্তন নিয়ে আসা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শুনেন। যারা আপত্তি করে যে, খোদা তা'লা শুনেন না বা গ্রহণ করেন না তাদের অধিকাংশ এমন যারা পাঁচ বেলার নামায পুরোপুরি পড়ে না। নামাযের কথা তাদের তখন মনে পড়ে যখন জাগতিক কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি অবশ্যই শুনবো কিন্তু আমার নির্দেশও তোমরা মেনে চল। সবার আত্ম অবস্থান খতিয়ে দেখা উচিত যে, খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলা হয় কি না। যদি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহলে প্রথমে এ কথার উত্তর দিক যে, কয়জন এমন আছে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লেখনী অনুসারে কুরআনের সাতশত আদেশ নির্দেশ মেনে চলে? যদি তুলনা করতে হয় তাহলে এখানেও তুলনা করা আবশ্যক। এটি খোদার পরম অনুগ্রহ যে, এসব সত্ত্বেও খোদা তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে তাদের ভুল ভ্রান্তিকে তিনি উপেক্ষা করেন, তাদের দোয়াও গ্রহণ করেন। অনেকেই এমন আছে যারা হয়তো রীতিমত নামায পড়তে অভ্যস্ত নয় কিন্তু তাদের দোয়া গৃহীত হয়েছে। এটি খোদার অনুগ্রহ বরং আল্লাহ্ তা'লা দোয়া না করা সত্ত্বেও তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর অধীনে মানুষের অভাব মোচন করেন। তাই অভিযোগের কোন সুযোগ নেই। তাই আমাদেরকে খোদার নির্দেশ অনুসারে চলার চেষ্টা করা উচিত। আর সে অনুসারে নিজেদের ইবাদত, নামায এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে তার মাঝে ইসলামের ভালোবাসা এবং মাহাত্ম্য সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি নামাযের স্বাদ এবং আনন্দ পেতে পারে না। সফলতার এরই উপর নির্ভর করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নোংরা ইচ্ছা, মন্দাভিলাষা, নোংরা পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র ভস্মীভূত হবে, আমিত্ব এবং শত্রুতা দূরীভূত হয়ে আত্মবিলুপ্তি এবং বিনয় সৃষ্টি হবে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা আখ্যায়িত হতে পারে না। তিনি আরো বলেন, পূর্ণ দাসত্ব শিখানোর জন্য সর্বোত্তম শিক্ষক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামায। যদি প্রকৃত অর্থে বান্দা হতে হয় এর জন্য সর্বোত্তম জিনিস, সর্বোত্তম উপায় এবং সর্বোত্তম শিক্ষক হলো নামায। তিনি বলেন, আমি আবার তোমাদের বলছি, যদি খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং সত্যিকার দৃঢ় বন্ধন স্থাপন করতে চাও নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হও যে, শুধু তোমাদের দেহ এবং জিহ্বাই নয় বরং তোমাদের রূহের প্রতিটি আবেগ অনুভূতি যেন মূর্তিমান নামায হয়ে যায়। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭০, এডিশন-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন নিজেদের নামাযের সেভাবে সুরক্ষা এবং হিফাযত করতে পারি যেন আমাদের আত্মা এবং প্রতিটি আবেগ-অনুভূতি সত্যিকার অর্থে নামায আদায়কারী হয়ে যায়।

নামাযের পর এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। তিনি করাচীর সাবেক আমীর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব-এর স্ত্রী আসগরী বেগম সাহেবা। গত ২৭শে মার্চ আমেরিকায় স্বল্পকাল অসুস্থ্য থেকে ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday,19th May, 2016 Issue No. 11

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ১৯৪৩ সনে শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়, স্বামীর পূর্বেই তিনি ১৯৪৪ সনে লাহোরে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। সারা জীবন খিলাফতের প্রতি, বয়আতের অঙ্গীকারকে বড় নিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতার সাথে পালন করেছেন। সন্তান-সন্ততিকে সব সময় খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার নসীহত করেন। খিলাফতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যখন থেকে এমটিএ আরম্ভ হয়েছে এমটিএ দেখা তার সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যস্ততা ছিল। মুসীয়া ছিলেন, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, দোয়াগো এবং তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন, নামায, রোযায় গভীরভাবে অভ্যস্ত ছিলেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন রীতিমত। তার স্বামী করাচীতে জামাতের যে খিদমতের তৌফিক পেয়েছেন তার পাশাপাশি তিনিও জামাতের সেবা অব্যাহত রেখেছেন। আতিথেয়তা তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, যখন শেখ সাহেব করাচীর আমীর ছিলেন তার ব্যস্ততা ছিল সীমাহীন। সে যুগে আতিথেয়তার দায়িত্ব অনেক বেশি পালন করতে হতো, এই দায়িত্ব তিনি খুব সুচারুরূপে পালন করেছেন। তিনি খলীফা সানী এবং খলীফা সালেসের আতিথ্যের সম্মানও লাভ করেছেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও তিনি অনেক অগ্রগামী ছিলেন। ১৯৫০ সনে জামাতের ওপর আর্থিক অসচ্ছলতার একটি যুগ আসে তখন খলীফা সানী আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন, তখন শেখ সাহেব (অর্থাৎ তার স্বামী) আয়ের একটা বড় অংশ জামাতের জন্য দিতে থাকেন। তিনিও কুরবানীতে তার অংশীদার ছিলেন। খুবই সরল জীবন যাপনকারীনী, কৃত্রিমতা মুক্ত নারী ছিলেন। তার ছেলে লিখেন যে, প্রায় সময় খলীফাতুল মসীহ্র কাছে দোয়ার পত্র লেখার নসীহত করতেন। তিনি পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা, ৪৩জন পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার এক পুত্র ডা. নাসিম রহমতুল্লাহ্ সাহেব আমেরিকার নায়েব আমীর, আমাদের ওয়েব সাইট alislam.org-এর ইনচার্জের পদেও রয়েছেন। অনুরূপভাবে তাদের জামাতা রহমানী সাহেব এখানে বসবাস করেন, তিনি এক সময় সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে কাজ করেছেন। তার স্ত্রী জামিলা রহমানী নিজ হালকায় সেক্রেটারী মাল এবং অন্যান্য খিদমত করেছেন এবং করছেন। তার এক পুত্র রহাতুল্লাহ্ শেখ সাহেব ফয়সালাবাদের নায়েব আমীর। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি এবং প্রজন্মকে জামাত এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)

একের পাতার পর....

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্মের গন্ডীর বাইরেও কিছু বিধি-নিয়ম থাকে যেগুলি উল্লঙ্ঘনকারীদের কে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। যদি শাস্তি ছাড়াই সংশোধন সম্ভব হয় বা সামান্য শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সংশোধন সম্ভব হয় তবে সেটি সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু যদি সংশোধনের জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে সমাজের মঙ্গলার্থে এবং নিদর্শনমূলকভাবে সেই শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। এখন যদি বিষয়টিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, ইসলামী শিক্ষায় অপরাধের শাস্তি কেবল প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে কিম্বা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় না । বরং এর উদ্দেশ্য হল অন্যায়ের অবসান চাওয়া এবং ইতিবাচক পন্থায় মানুষের সংশোধন করা। কুরআন করীম অনুসারে ক্ষমা করলে বা দয়া প্রদর্শিত হয়ে যদি কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের সংশোধন সম্ভব হয় তবে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু ক্ষমা প্রদানের দ্বারা যদি সংশোধনের উদ্দেশ্য সাধিত না হয় তবে সমাজের সংশোধনের এবং কল্যাণার্থে শাস্তি বহাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই কারণে ইসলামে শাস্তির অবধারণা এক অনন্য এবং দূরদর্শী চিন্তাধারাকে লালন করে, কেননা, এর উদ্দেশ্য হল সমাজের মঙ্গলার্থে মানুষকে প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং সমাজে উচ্চ মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে মানুষ নিজেদের সৃষ্টিকর্তা গুণবলীকে নিজেদের সত্তায় ধারণ করার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি যত্নবান হয়। এই কারণে ইসলাম কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের অধিকার আত্মসাত হলে আত্মসাতকারীকে তার অপরাধের স্বরূপ অনুসারে শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়। কিন্তু পক্ষান্তরে, যদি শাস্তি প্রদান ব্যতিরেকে সমাজের সংশোধন সম্ভব হয় তবে এই পন্থাটিকে সর্বোত্তম বলে পরিগণিত করা হয়েছে। এই কারণেই আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদের সুরা নূরের ২৩ নম্বর আয়াতে বলেন, 'তাহারা যেন ক্ষমা করে এবং মার্জনা করে। তোমরা কি চাহনা যে, আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

অনুরূপভাবে সুরা আলে ইমরানের ১৩৫ নম্বর আয়াতে তিনি বলেন, 'যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে।' এছাড়াও কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে এই আদেশ রয়েছে যে, যেখানে সম্ভবপর হয় ক্ষমার পন্থা অবলম্বন করা উচিত। কেননা, প্রকৃত উদ্দেশ্য হল চরিত্র সংশোধন এবং চরিত্র গঠন, প্রতিশোধ গ্রহণ নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বিভিন্ন দেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসা এবং ন্যায়নীতির দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদের সুরা হুজরাত-এর ১০ নম্বর একটি সোনালী নীতি বর্ণনা করেছেন। ' এবং যদি মো'মেনদের দুইদল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাইবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাহাদের উভয়ের মধ্যে হইতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা সকলে মিলিয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করাইয়া দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।" এই সমস্ত নীতি বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ হয় যে, সমগ্র মানবজাতির প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ তা'লা চাহেন, আমরা যেন সকলে শান্তির সাথে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরস্পর মিলেমিশে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যতদূর ধর্মীয় শিক্ষার সম্পর্ক, ইসলামী ধর্মবিশ্বাস ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পথিকৃত। ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তির কেবল নিজের ধর্মীয় স্বাধীনতাটুকু উপভোগ করার অনুমতিই নেই বরং তার নিজস্ব ধর্মের প্রচার ও প্রসার করারও ঢালাও অনুমতি আছে। ধর্ম এবং বিশ্বাস এই দুটি হৃদয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়। এই কারণে ধর্ম অবলম্বনের ক্ষেত্রে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ আল্লাহ তা'লা ইসলামকে একটি সম্পূর্ণ ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তথাপি কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানোর কারোর অধিকার নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি সে যে কোন ধর্মের প্রতিই আকৃষ্ট হোক বা না হোক তার ইসলাম গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু মৌলিক বিষয় হল সে যেন ইসলাম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করার এই সিদ্ধান্ত সে কোন চাপের মুখে না নেয়। অনুরূপেই সে যদি ইসলাম ত্যাগ করতে চায় তবে কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী এমন পুরুষ বা মহিলা ইসলাম ত্যাগ করার পূর্ণ অধিকার রাখে। যদিও আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, ইসলাম একটি বৈশ্বিক ধর্ম এবং এর শিক্ষাবলী পূর্ণাঙ্গীন। তথাপি কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ত্যাগ করতে চাই তবে এটির তার ইচ্ছা এবং সে নিজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার রাখে। সুরা মায়েদার ৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন, যদি তোমাদের মাঝে থেকে কেউ ধর্ম ত্যাগ করে চলে যেতে চাই তবে সে চলে যাক, আল্লাহ তা'লা তার স্থানে উন্নতর এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে নিয়ে আসবেন। সুতরাং তাকে কোন ধরণের শাস্তি দেওয়ার বা তার উপর কোন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করার কোন সরকার বা সম্প্রদায় বা ব্যক্তির অধিকার নেই। সুতরাং, এটি সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন আরোপ যে, ইসলামে ধর্মত্যাগের কোনও শাস্তি আছে। ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হল আল্লাহ তা'লার সত্তা এবং আল্লাহ তা'লা সমগ্র মানবজাতির প্রভু-প্রতিপালক। এর অর্থ হল, যারা ইসলামের নামে কঠোরতা এবং অত্যাচারপূর্ণ কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তারা আল্লাহ তা'লাকে প্রভু-প্রতিপালক হিসেবে মান্য করে না। অথবা আল্লাহ তা'লা যে প্রভু-প্রতিপালক এ বিশ্বাস তারা রাখলেও কিন্তু বিষয়টি তাদের বোধগম্যের অতীত। এই কারণেই তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে।

(অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian, Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir